কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতিঃ **রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বিচারপতি**

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

ডব্লিউ. পি. এ-24767 অফ 2022 , 26/04/2023 তারিখে রায়দান হয়েছে .

ভারতের সংবিধান,অনুচ্ছেদ 21, অনুচ্ছেদ 21 এ , অনুচ্ছেদ 226 - চাকরীর সুবিধাগুলি-দাবি-আবেদনকারী কমিউনিটি টিউটর/ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের পরবর্তীকালে শিক্ষা মিত্র হিসাবে নাম পরিবর্তন করে সর্ব শিক্ষা মিশন নামে প্রকল্পটি চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল-স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে সর্ব শিক্ষা অভিযান সম্পর্কিত চাকরি করা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা বর্ধিত পারিশ্রমিকের পাশাপাশি সুবিধা পাওয়ার অধিকারী-এছাড়াও, কর্মচারীরা 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্ত থাকবেন এবং ভারত সরকার যদি তাদের 60 বছর বয়স হওয়ার আগে পি. বি. এস. এস. এম প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় রাজ্য সরকার সেই ব্যয় বহন করবে - রাজ্য প্রকল্প পরিচালক স্মারকলিপি জারি করেন যার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা মিত্রদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং অস্থায়ীভাবে 2 বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পুনরায় মনোনীত করা হয়-বলা হয় যে স্মারকলিপিটি পূর্ববর্তী সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে এবং স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপি ছিল 21 এবং 21-এ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী।

- নির্বিচারে স্মারকলিপি অনুমোদনের আদেশ অবৈধতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার সাথে কলুষিত করা হয়েছিল এবং তা বাতিল করা হয়েছিল-আবেদনকারীকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মিত্র হিসাবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং আবেদনকারীকে সমস্ত পরিষেবা সুবিধা প্রদানের জন্য রাজ্য প্রতিবাদীগনকে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 10,24,25,27,28,30)

উল্লেখিত মামলাঃ
(2021) ডব্লিউপিএ 16713 অফ 2016, তারিখ - 26.11.2021

কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ
অনুচ্ছেদ নং। (6,20)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের জন্য সামিম আহমেদ, মিস অম্বিয়া খাতুন; বিবাদীর জন্য বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, সঞ্জীব দাস, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

1.**আদেশঃ রাজ্য প্রকল্প** অধিকর্তা, পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন কর্তৃক 30শে জুন, 2022 তারিখে গৃহীত আদেশের (যেখানে তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়) বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী এই রিট পিটিশনটি দাখিল করে সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে পার্শ্ব শিক্ষক, স্বেচ্ছা সম্পদ ব্যক্তি (ভিআরপি), শিক্ষা বন্ধু এবং অন্যান্যদের জন্য উপলব্ধ অনুরূপ

পরিষেবা সুবিধা চান।

2. যে পটভূমিতে এই রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ সংক্ষেপে বলা যেতে পারেঃআবেদনকারী একজন শিক্ষা মিত্র।প্রাথমিকভাবে, তিনি 2004 সালের 5ই আগস্ট একটি স্কুলের ব্রিজ কোর্স সেন্টারে ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যাতে পিছিয়ে পড়া শিশুদের তাদের শিক্ষায় সহায়তা করা যায়।যোগদানের পর থেকে তিনি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।বর্তমানে, তিনি কেচুয়াদাঙ্গা বি.সি. বিদ্যানিকেতন (এইচ. এস)।-এ শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছেন।

ভারত সরকার ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্ব শিক্ষা অভিযান নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে।আবেদনকারী সহ সমস্ত শিক্ষা মিত্র এই প্রকল্পের আওতায় কাজ করছেন।বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া শিশুদের মধ্যে বিকল্প বিদ্যালয়ের সুবিধা প্রসারিত করার জন্য এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে, এই বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচিটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যারা এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন তাদের প্যারা শিক্ষক, শিক্ষা মিত্র, বিশেষ শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক সম্পদ ব্যক্তি এবং শিক্ষা বন্ধু হিসাবে মনোনীত করা হয়।তাঁরা সকলেই চুক্তির ভিত্তিতে সীমিত সময়ের জন্য নিযুক্ত ছিলেন।উচ্চ প্রাথমিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্রিজ কোর্স কেন্দ্র এবং রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে বিকল্প বিদ্যালয়ের কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল।

শুরুতে, ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষক নিয়োগের জন্য, জেলা প্রকল্প পরিচালক পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছিলেন।তদনুসারে, হোগালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের নিয়োগের জন্য স্নাতকের যোগ্যতা অর্জনকারী যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে।শেষ পর্যন্ত, আবেদনকারী রঘুনাথপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।21শে জুলাই, 2004 তারিখের মেমোর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক তাঁর নিয়োগ অনুমোদন করেন।

28 জানুয়ারী, 2005 তারিখের একটি মেমোর মাধ্যমে, করিমপুর-1 উন্নয়ন ব্লকের ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা, নদিয়া জেলা প্রকল্প পরিচালকের কাছে ব্রিজ কোর্স সেন্টারকে রূপান্তর করার জন্য একটি প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে আবেদনকারী রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন।তদনুসারে, ব্রিজ কোর্স সেন্টারটিকে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

4 আগস্ট, 2004 তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে, জেলা প্রকল্প পরিচালক শিক্ষা মিত্রের (তৎকালীন কমিউনিটি টিউটর) নিযুক্তির জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন।

2004 সালে এই প্রকল্পের আওতায় পার্শ্ব -শিক্ষক (প্যারা টিচার) ও শিক্ষা মিত্রদের নিয়োগ করা হয়।প্যারা শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল দুর্বল শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের পড়ানো, অন্যদিকে আবেদনকারীর মতো শিক্ষা মিত্রদের দায়িত্ব ছিল নিয়মিত স্কুল থেকে

বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের পড়ানো।অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী রিসোর্স পার্সন এবং শিক্ষা বন্ধুদের অ-শিক্ষক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

পার্শ্ব -শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী সম্পদ ব্যক্তি, শিক্ষা বন্ধুদের দীর্ঘ ও অধ্যবসায়ী সেবার কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের (প্রাথমিক শাখা) সচিব 23শে এপ্রিল, 2010 তারিখে একটি স্মারকলিপি জারি করে ঘোষণা করেন যে, এদের 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বা সর্বশিক্ষা প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত করা হবে।মেমোর (স্মারকলিপির) মাধ্যমে সেই চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়েছিল।আবেদনকারী বলেন যে, যদিও তিনি একইভাবে অবস্থান করছেন এবং একই প্রকল্পের অধীনে কাজ করছেন, তবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রদত্ত সুবিধা শিক্ষা মিত্রদের জন্য প্রসারিত করা হয়নি।

2010 সালের 9ই জুন তারিখের একটি স্মারকলিপিতে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং অন্যান্যদের পারিশ্রমিক প্রতি তিন বছর অন্তর শেষ হলে বর্তমান বেতনের 5 শতাংশ হারে বাড়ানো হবে এবং ভারত সরকার এই প্রকল্পটি প্রত্যাহার করলেও 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা নিযুক্ত থাকবেন।2010 সালের 9ই আগস্ট স্কুল শিক্ষা বিভাগের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি এবং এক্স-অফিসিও ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক আরেকটি স্মারকলিপি জারি করে এতে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর মতো ব্যক্তিরা যারা পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র ওপেন স্কুলিং কাউন্সিলের মাধ্যমে কাজ করছেন এবং সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তারাও 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্ত থাকবেন।

এই স্মারকলিপিতে প্রতি তিন বছর অন্তর মেয়াদ শেষ হলে বিদ্যমান পারিশ্রমিকের 5 শতাংশ হারে বর্ধিত পারিশ্রমিক প্রদান এবং অবসরকালীন সুবিধার কথাও বলা হয়েছে।

আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন যে উপরোক্ত স্মারকলিপি জারি করার পরেও তাঁর সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হয়নি।

3. 16ই নভেম্বর, 2010 তারিখের একটি আদেশে, একই প্রকল্পের অধীনে কাজ করা বিশেষ শিক্ষাবিদদেরও একই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আদেশটি শিক্ষা মিত্রদের সম্পর্কে কিছু বলা নেই।

4. আবেদনকারী নিজে এবং তাঁর সংগঠন প্রতিনিধিত্ব করে একই প্রকল্পের আওতায় অন্যদের জন্য সমান সুবিধা চেয়েছিল, কিন্তু কোনও প্রভাব পড়েনি।

5. শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 কার্যকর হওয়ার পর, পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প পরিচালক 28শে ফেব্রুয়ারি, 2013 তারিখে একটি চিঠি জারি করে সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষা মিত্রদের নিযুক্ত করার জন্য অবহিত করেন।আবেদনকারী বলেন যে 28শে ফেব্রুয়ারী, 2013 তারিখের মেমোটি অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী।আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকরিতে থাকার অধিকারী।উপরোক্ত মেমোতে বলা হয়েছে যে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে

পুনরায় মনোনীত শিক্ষা মিত্রদের পরিষেবা কেবল 2 বছর পর্যন্ত বাড়ানো হবে।28 শে ফেব্রুয়ারী, 2013 তারিখের উপরোক্ত মেমোর কারণে, আবেদনকারী এবং অন্যান্য শিক্ষা মিত্রদের, 9ই অক্টোবর, 2013 থেকে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পুনরায় মনোনীত করা হয়েছিল।তিনি বিবাদী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী, কেচুয়াডাঙ্গা বি. সি. বিদ্যা নিকেতনে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন।আবেদনকারী অভিযোগ করেছেন যে তিনি নিযুক্তির শর্তাবলী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তাকে মাত্র 2 বছরের জন্য শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে হবে।আবেদনকারী দাবি করেছেন যে 2 বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছেন।এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের (প্রাথমিক শাখা) প্রধান সচিব 28 শে মার্চ, 2012 তারিখে 2009 সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসাবে কর্মরত সমস্ত শিক্ষা মিত্রদের সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানোন্নয়নের জন্য। আবেদনকারী তাঁর যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন যা 2012 সালের 15ই মে বিবাদী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর যোগ্যতা বাড়ানোর কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

6.আবেদনকারী গত 19 বছর ধরে সর্বশিক্ষা অভিযান বা মিশনের সঙ্গে যুক্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন।যদি তিনি 60 বছরের জন্য উক্ত প্রকল্পের অধীনে কাজ করার সুবিধা না পান, তবে আবেদনকারী তার জীবনের শেষ পর্যায়ে তার চাকরি হারাবেন।প্যারা শিক্ষক, শিক্ষা বন্ধু, বিশেষ শিক্ষক ইত্যাদির মতো একই সুবিধা তাঁকে দেওয়া উচিত বলে দাবি করে, আবেদনকারী, ডব্লিউ. পি. এ 16713 অফ 2016 হিসাবে বি বাদী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন।

26শে নভেম্বর, 2021 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, রিট পিটিশনটি সিঙ্গল বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যা রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, পশ্চিম বঙ্গ সর্ব শিক্ষা মিশনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা দরখাস্তটি (representation) বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল।তবে, 2022 সালের 30শে জুন তারিখের বিতর্কিত আদেশে রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা তাঁর দরখাস্তটি (representation) প্রত্যাখ্যান করেন।

7. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন যে রাজ্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক 30শে জুন, 2022 তারিখে গৃহীত বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হোক এবং আবেদনকারীকে সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে পার্শ্ব শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী সম্পদ ব্যক্তি, শিক্ষা বন্ধু এবং অন্যান্যদের মত অন্যান্য সমস্ত সুবিধা সহ 60 বছর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হোক।

8. 2 নং বি বাদী, পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, তাঁর হলফনামায় বলেছেন যে রাজ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা এবং ড্রপআউট শিশুদের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে,

পশ্চিম বঙ্গ সর্ব শিক্ষা মিশন, যা পূর্বে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা নামে পরিচিত ছিল, রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন আদেশ জন্য, পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুলিং (সংক্ষেপে, 'ডাব্লু. বি. সি. আর. ও. এস')-এর সাথে 2003 - 2004 সালে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে যা ডাব্লু. বি. সি. আর. ও. এস-এর অধীনে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় (আর. এম. ভি)-এর রাজ্য কেন্দ্রগুলিকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বাইরে এবং ড্রপআউট শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সহজতর করেছে।

9. সমঝোতাপত্রের (MOU) পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যালয়ের বাইরের এবং ড্রপআউট শিশুদের জন্য বিকল্প বিদ্যালয়ের জন্য 9 সেপ্টেম্বর, 2003 তারিখের 369 (20)/সিএম এবং এএস/পিবিআরপিএসইউএস/2003 -2004 মেমো মোতাবেক একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। নির্দেশিকা অনুসারে, এই ধরনের শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম শিক্ষা কমিটি (ভিইসি)/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি (ডব্লিউইসি) দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এই ধরনের প্রশিক্ষকদের কমিউনিটি টিউটর বলা হত, পরবর্তীকালে তাদের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মিত্র করা হয়।এই ধরনের অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলি যেখানে কমিউনিটি টিউটররা কাজ করতেন সেগুলি প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং স্থায়ী/নিয়মিত বিদ্যালয় ছিল না এবং তাদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম শিক্ষা কমিটি বা ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া হত।পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত অপ্রচলিত বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা (এ. আই. ই) স্টাডি সেন্টারে কাজ করার জন্য কমিউনিটি টিউটরদের সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী ভিত্তিতে 6 মাসের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা সেই শিশুদের প্রশিক্ষণ সহায়এবং প্রদানের জন্য যখন প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।এই ধরনের কমিউনিটি টিউটরদের নিযুক্তির সম্প্রসারণ/পুনর্নবীকরণের কোনও সুযোগ ছিল না কারণ এই ধরনের কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছিল।

10.12ই মে, 2006 তারিখের একটি মেমো দ্বারা 9ই সেপ্টেম্বর, 2003 তারিখের মেমো আংশিকভাবে সংশোধন করে, কমিউনিটি টিউটরদের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মিত্র করা হয়, তবে, 11ই মে, 2009 তারিখের মেমোর মধ্যে বিরতি থাকবে এই শর্তে আগে নির্ধারিত 6 মাসের পরিবর্তে 1 বছরের বর্ধিত সময়ের জন্যে তাদের নিযুক্তির বিধান চালু করা হয়েছিল।
2003 সালের 9ই সেপ্টেম্বর তারিখের মেমো অনুযায়ী, শিক্ষা মিত্রদের পারিশ্রমিক ছিল প্রতি মাসে 1,000/- টাকা এবং এই ধরনের পারিশ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রাম শিক্ষা কমিটি বা ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি দ্বারা প্রদান করা হত।
পরে 2013 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি মেমোর (স্মারকলিপির) মাধ্যমে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় প্রতি মাসে 300/- টাকা প্রতি শিক্ষার্থী , ন্যূনতম 5 জন শিক্ষার্থী এবং সর্বোচ্চ 8 জন শিক্ষার্থী সাপেক্ষে।পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের মতো না হওয়ায় কোনও নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক দেওয়া হত না।

11.2010 সালের 1লা এপ্রিল শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন,

2009 কার্যকর হওয়ার পর এবং এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার বিধিমালা, 2012 প্রণয়ন করার পর, 2010 সালের 15ই ডিসেম্বর তারিখের একটি মেমোর মাধ্যমে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হবে।সেখানে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে পরিচালিত রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় কেন্দ্রগুলি আর. টি. ই আইন কার্যকর হওয়ার পরে চলতে পারে না। পরবর্তীকালে, রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা 7ই ফেব্রুয়ারি, 2012 তারিখে একটি মেমো (স্মারকলিপি) জারি করে নির্দেশ দেন যে, 31শে মার্চ, 2012-এর পরে সমস্ত বিদ্যমান বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং 4ঠা এপ্রিল, 2012 তারিখের মেমোর (স্মারকলিপির) মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে এই আদেশ পুনর্ব্যক্ত করা হয়।সমস্ত অপ্রচলিত বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সেই শিশুদের প্রচলিত ক্লাসে বয়সের উপযোগী ক্লাসে ভর্তি করার ফলে তৎকালীন শিক্ষা মিত্রদের পরিষেবা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।2012-র 30শে মার্চ তারিখে আরেকটি মেমোরানডাম (স্মারকলিপি) জারি করে আরএমভি কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা মিত্রদের পরিষেবা আরও 3 মাসের জন্য বাড়িয়ে 30শে জুন, 2012 করা হয়, যাতে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের বাইরের সমস্ত শিশুদের সর্বাধিক/সর্বোত্তম মূলধারায় নিয়ে আসা যায় । 2012 সালের 30শে জুনের পর রাজ্যের সমস্ত বিকল্প এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষা মিত্রদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।যেহেতু ব্রিজ কোর্স সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত পূর্ববর্তী শিক্ষা মিত্রদের কর্মসংস্থান শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ট্যাগ করে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। তদনুসারে, সেই কেন্দ্রগুলির ইচ্ছুক শিক্ষা মিত্রদের 3 জুলাই, 2012 তারিখের মেমোতে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নতুন করে নিযুক্ত করা হয়েছিল যাতে নিয়মিত শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে তাদের বয়সের উপযুক্ত ক্লাসে ভর্তি হওয়া শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তা করা যায়।এই ধরনের নিযুক্তি প্রাথমিকভাবে 3 মাসের জন্য অস্থায়ী ছিল যা অন্যান্য কিছু মৌলিক মানদণ্ড পূরণের শর্তে সর্বোচ্চ 2 বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রতি মাসে 300/- টাকা প্রতি শিক্ষার্থী , ন্যূনতম 5 জন শিক্ষার্থী এবং সর্বোচ্চ 8 জন শিক্ষার্থী সাপেক্ষে ।এই কারণে, তাদের পারিশ্রমিক প্রতি মাসে 1, 500/- টাকা থেকে 2, 400/- টাকার মধ্যে হতো ।

12. শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, তারা ঘোষণা করেছিল যে তারা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো নিয়োগ বা স্থায়ী নিয়োগ এবং অবসর/পেনশনারি সুবিধাগুলি দাবি করবে না।এছাড়াও, তাঁরা সম্মত হন যে তাঁরা

নিয়মিতকরণের যোগ্য হবেন না এবং চুক্তির প্রাসঙ্গিক আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন।এই কারণে , এই বিবাদী বলেন যে আবেদনকারীর করা দাবির কোনও সারবত্তা নেই।রিট আবেদনে করা বক্তব্যগুলি অস্বীকার ও বিতর্ক করে, এই বিবাদী বলেন যে রিট পিটিশনটি খারিজ যোগ্য।

13. তবে, আবেদনকারী তাঁর হলফনামায়, বিবাদী নং 2 এর হলফনামার বিষয়বস্তু অস্বীকার করেছেন।

14. ব্রিজ কোর্স সেন্টার এবং ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের অনুমোদনের বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা প্রকল্প পরিচালক, নদিয়া কর্তৃক জারি করা 21 জুলাই, 2004 (সংযুক্তি-পি 1) তারিখের মেমো থেকে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে একটি ব্রিজ কোর্স সেন্টারে ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।এই প্রসঙ্গে উল্লেখ এবং প্রাসঙ্গিক যে, পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিসনের অধীনে (যা পূর্বে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা ছিল) বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুদের এবং ড্রপ আউট শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের ব্রিজ কোর্স কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল।2003 সালের 9ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী স্মারকলিপির (মেমোর) সংশোধনের ভিত্তিতে 12ই মে, 2006 তারিখের একটি স্মারকলিপি অনুসারে, ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের, যাঁদের কমিউনিটি টিউটর নামেও ডাকা হত, তাঁদের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মিত্র করা হয়।অবিসংবাদিতভাবে, জেলা প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী, আবেদনকারী যে ব্রিজ কোর্স সেন্টারে কাজ করতেন, সেটিকে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

15. আবেদনকারীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচি বিভিন্ন পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যাঁরা এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছিলেন, তাঁদের প্যারা টিচার, শিক্ষা মিত্র, স্পেশাল এডুকেটর, স্বেচ্ছাসেবী রিসোর্স পার্সন এবং শিক্ষা বন্ধু হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল এবং তাঁরা সকলেই সীমিত সময়ের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন।উচ্চ প্রাথমিক ক্ষেত্র এবং আর. এম. ভি-র বিভিন্ন ব্রিজ কোর্স কেন্দ্রগুলিতে বিকল্প বিদ্যালয় শিক্ষার কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এটিও তাঁর দাবি যে পার্শ্ব -শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল দুর্বল শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের পড়ানো, অন্যদিকে শিক্ষা মিত্রদের দায়িত্ব ছিল নিয়মিত স্কুল থেকে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের পড়ানো।অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী রিসোর্স পার্সন এবং শিক্ষা বন্ধুদের অ-শিক্ষক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

16. রাজ্য বিবাদীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, শিক্ষা মিত্র/ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের আগে কমিউনিটি টিউটর বলা হত।আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটাও বলা হয়েছে যে, একজন শিক্ষা মিত্র হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল ড্রপআউট শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

17. এই বিষয়ে বিতর্কের মূলে রয়েছে 7ই ফেব্রুয়ারি, 2011 তারিখের স্মারকলিপি এবং রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের জারি করা 28শে ফেব্রুয়ারি, 2013

তারিখের স্মারকলিপি, যার মাধ্যমে আরএমভির অধীনে বিদ্যমান সমস্ত বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি 31শে মার্চ, 2012-এর পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং শিক্ষা মিত্রদের অস্থায়ীভাবে সর্বোচ্চ 2 বছরের জন্য শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

18. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন যে, 2011 সালের 7ই ফেব্রুয়ারি তারিখের স্মারকলিপি, যার মাধ্যমে আর. এম. ভি-র অধীনে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মক্কেলের যোগদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তা স্বেচ্ছাচারী এবং অদ্ভুত, কারণ এই স্মারকলিপি আবেদনকারীর অধিকার কেড়ে নিয়েছে, যা 9ই জুন, 2010 এবং 9ই আগস্ট, 2010 তারিখের স্মারকলিপির ভিত্তিতে তাঁর পক্ষে অর্জিত হয়েছিল।বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মতে, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং 60 বছর বয়স পর্যন্ত নিযুক্তির সুবিধা তার মক্কেলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল।বিজ্ঞ কৌঁসুলি উল্লেখ করেছেন যে 9ই আগস্ট, 2010 তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা বিভাগ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরাও অতিরিক্ত বর্ধিত পারিশ্রমিকের সুবিধা এবং 60 বছর বয়স পর্যন্ত নিযুক্তির সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।বিজ্ঞ পরামর্শদাতারা জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা মিত্ররা কাজ করছেন, সেখানে 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের, বিশেষ করে যারা স্কুলের বাইরে বা ড্রপআউট, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা এখনও প্রয়োজনীয়।

19. অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষ থেকে বিবাদী কৌঁসুলি বলেন যে, 2010 সালের 1লা এপ্রিল থেকে শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 কার্যকর হওয়ার পর এবং এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ আর. টি. ই বিধিমালা, 2012 প্রণয়ন করার পর, 6 থেকে 14 বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে প্রচলিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত, বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রে নয়।বিজ্ঞ কৌঁসুলির মতে, এই আইন আসার পর, যে অপ্রচলিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা মিত্ররা কাজ করতেন, সেগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই শেষ হয়ে গেছে।শিক্ষিত কৌঁসুলি উল্লেখ করেছেন যে যেহেতু শিক্ষা মিত্রদের কর্মসংস্থান ছিল না, তাই রাজ্য তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে প্রাথমিকভাবে 3 মাস এবং সর্বোচ্চ 2 বছর পর্যন্ত শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তাদের নিযুক্ত করেছিল।শিক্ষিত কৌঁসুলি বলেছেন যে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবকরা চুক্তিতে প্রবেশ করে ঘোষণা করেছেন যে নিযুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, তারা তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণ বা স্থায়ী নিযুক্তির জন্য দাবি করবে না।

20. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আবেদনকারী, যিনি প্রাথমিকভাবে ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাকে কমিউনিটি টিউটর বলা হত।পরবর্তীকালে, পূর্ববর্তী স্মারকলিপির সংশোধনের উপর 12 মে, 2006 তারিখের একটি সরকারী স্মারকলিপি অনুসারে এই পদটির নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মিত্র করা হয়। তারিখ 9 সেপ্টেম্বর, 2003।যাইহোক, 2016 সালের ডব্লিউপি 16713 (ডাব্লু) সম্পর্কিত দায়ের করা হলফনামায় বিবাদী নং 2, পশ্চিম বঙ্গ সর্ব শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প পরিচালক,

চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের নির্ধারিত কাজের বিবরণ দেওয়ার সময় স্বীকার করেছেন যে শিক্ষা মিত্রের দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত অপ্রচলিত বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদান করা। যেহেতু নথিতে প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজগুলি প্রমাণ করে, শিক্ষা মিত্রের নিযুক্তির উদ্দেশ্যে, একজন প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে হবে।নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় নামে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মরত শিক্ষা মিত্ররা স্কুল বা ড্রপআউট শিশুদের সেই শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে আসতে এবং তাদের শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 কার্যকর হওয়ার পরেও রাজ্য, শিক্ষা মিত্রদের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে।2009 সালের উপরোক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পর, রাজ্য সরকার 28 শে ডিসেম্বর, 2011-এ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জুনিয়র উচ্চ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক পদ তৈরি করে, যার বিবরণ সেখানে দেওয়া হয়েছিল।

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপাল আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, নবগঠিত পদগুলিতে নিয়োগের সময় সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে অথবা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এই ধরনের পদগুলির মধ্যে সর্বাধিক 10 % পদগুলি পার্শ্ব শিক্ষক, শিক্ষা বন্ধু, শিক্ষা মিত্র, শিক্ষা সেবি, সহায়ক, সহায়িকা , সম্প্রসারক, সম্প্রসারিকা দ্বারা পূরণ করা হবে।শিক্ষা কর্মীদের গুরুত্ব, যেমন, পার্শ্ব শিক্ষক, শিক্ষা বন্ধু ইত্যাদিকে রাজ্য সরকার দুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বীকৃতি দিয়েছে-একটি 2010 সালের 9ই জুন এবং অন্যটি 2010 সালের 9ই আগস্ট।

21. 9ই জুন, 2010 তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছেঃ

(1) 01-06-2010 তারিখে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির পর, পার্শ্ব শিক্ষক, শিক্ষা বন্ধু, ভিআরপি এবং পি. বি. এস. এস. এম-এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শিক্ষক এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য 3 বছরের অন্তর অন্তর 5 শতাংশ হারে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও ভাতা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ii) এই ব্যক্তিরা 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্ত থাকবেন এবং 60 বছর বয়স হওয়ার আগে ভারত সরকার যদি পি. বি. এস. এস. এম প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় তবে রাজ্য সরকার ব্যয় বহন করবে।

22. অন্যদিকে, 2010 সালের 9ই আগস্ট স্কুল শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক রাজ্য প্রকল্প পরিচালক, পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের কাছে জারি করা একটি স্মারকলিপি নিম্নরূপঃ

"আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় পরিষদ/রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে পি. বি. এস. এস. এম-এর অনুমোদন নিয়ে এস. এস. এ সম্পর্কিত চাকরি করা চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা আপনার অনুমোদিত মেমো নম্বরের (07.2010 438/6/PBSSM/2001-2010 তারিখ 24 এবং 473/6/ADMN/PBSSM/2009-10 তারিখ 14.7.2010) মাধ্যমে বর্ধিত পারিশ্রমিকের পাশাপাশি সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

i) এই ব্যক্তিরা 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্ত থাকবেন এবং ভারত সরকার যদি 60 বছর বয়সে তাদের কাজ বন্ধ করার আগে পি. বি. এস. এস. এম প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় তবে রাজ্য সরকার ব্যয় বহন করবে।

ii) 60 বছর বয়সে পৌঁছনোর পর বা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় তাঁদের এক লক্ষ টাকা করে এককালীন অবসরকালীন সুবিধা দেওয়া হবে শুধুমাত্র এককালীন ভিত্তিতে।

iii) 01.06.2010 তারিখের বর্ধিতকরণের পর শুধুমাত্র 3 বছর অন্তর 5 শতাংশ হারে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও ভাতা দেওয়া হবে না।এটি অর্থ দপ্তরের আদেশ যথা গ্রুপ "পি" 1429 তারিখ 23.04.2010 অনুসারে এবং আমাকে সেই অনুযায়ী আদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপনার বিশ্বাসভাজন,

স্বাক্ষরিত/- এস. ঘোষ

ও. এস. ডি. এবং পদাধিকার বলে উপ-সচিব 9/8/2010

স্বাক্ষরিত/- অপাঠ্য

ও. এস. ডি. এবং পদাধিকার বলে উপ-সচিব ।

23. 2010 সালের 1লা এপ্রিল থেকে শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 কার্যকর হওয়ার পর 2010 সালের 9ই জুন তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং 2010 সালের 9ই আগস্ট তারিখের স্পষ্টীকরণমূলক মেমো জারি করা হয়।

24.9ই আগস্ট, 2010 তারিখের স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র ওপেন স্কুলিং-এ পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের অনুমোদন নিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান সম্পর্কিত চাকরি করা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা ১৪ই জুলাই, 2010 এবং 24শে জুলাই, 2010 তারিখের অনুমোদিত স্মারকলিপি অনুযায়ী বর্ধিত পারিশ্রমিকের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

এছাড়াও, কর্মচারীরা 60 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্ত থাকবেন এবং ভারত সরকার যদি 60 বছর বয়সের আগে পি. বি. এস. এস. এম প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় তবে রাজ্য সরকার ব্যয় বহন করবে।কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে কমিউনিটি টিউটর/ব্রিজ কোর্স প্রশিক্ষকদের পরবর্তীকালে শিক্ষা মিত্র হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র ওপেন স্কুলিং কাউন্সিলের অধীনে সর্ব শিক্ষা মিশন নামে

প্রকল্পটি পরিচালনা করার জন্য স্কুল থেকে বেরিয়ে আসা বা ড্রপআউট শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে এসে সেই শিশুদের শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদান করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।এই প্রসঙ্গে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে যদিও 9ই জুন, 2010-এর সরকারি আদেশে শিক্ষা মিত্রদের সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে "পি. বি. এস. এস. এম-এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য" শব্দগুলি শিক্ষা মিত্রদের মতো শিক্ষা কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

25. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প পরিচালক ৭ই ফেব্রুয়ারি, 2011 তারিখে একটি স্মারকলিপি জারি করে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্যমান সমস্ত বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি 31শে মার্চ, 2012-এর পরে বন্ধ করে দেন এবং এর ফলে এই ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা মিত্রদের অংশগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, পরবর্তীকালে সরকারি আদেশ এবং স্মারকলিপি জারি করে, শিক্ষা মিত্রদের, যারা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন তাদের শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পুনরায় নামকরণ করা হয়েছিল এবং তাদের প্রাথমিকভাবে 3 মাস এবং পরবর্তীকালে 2 বছর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

26. এখন, যে প্রশ্নটি নির্ধারণের জন্য পড়ে তা হল রাজ্য কর্তৃপক্ষ কি 7ই ফেব্রুয়ারি, 2011-এর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আবেদনকারীকে শিক্ষা মিত্র হিসাবে অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে পারে কি যা 9ই জুন, 2010-এর সরকারী আদেশ এবং 9ই আগস্ট, 2010-এর একটি স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপির ভিত্তিতে প্রদত্ত এবং আবেদনকারীকে মাত্র 2 বছরের জন্য শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পদের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় যুক্ত করতে পারে।

27. সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য যেমন দেখায়, শিক্ষা মিত্ররা সমস্ত শিশুদের, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের বাইরের এবং ড্রপআউট শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের মহৎ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, সংবিধানের 21এ অনুচ্ছেদ সংশোধনের পর ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করা সংবিধানের 21এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত একটি মৌলিক অধিকার। এই প্রেক্ষাপটে, যে শিক্ষা মিত্ররা সংবিধানের 21এ অনুচ্ছেদের অধীনে মহৎ আদর্শ পালন করার দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং 2010 সালের 9ই জুন সরকারি আদেশ এবং 2010 সালের 9ই আগস্টের স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপি দ্বারা চুক্তির সুরক্ষা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/জেলা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নিযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বা ড্রপআউট শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষা মিত্র হিসাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, তাদের জীবিকা তাদের কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।যদি রাজ্য কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর অর্জিত শিক্ষা মিত্রের মতো মূল্যবান অধিকার কেড়ে নেয়, তবে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে কেন এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বের সাথে কারণগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে।৭ই

ফেব্রুয়ারি, 2011 তারিখের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষা মিত্ররা যে বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কাজ করছিলেন, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া, 9ই জুন, 2010 তারিখের সরকারি আদেশ এবং 9ই আগস্ট, 2010 তারিখের স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপি দ্বারা শিক্ষা মিত্রদের অর্জিত অধিকারের কথা বলা হয়নি।

যে স্মারকলিপির মাধ্যমে শিক্ষা মিত্রদের 2 বছরের অস্থায়ী সময়ের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পুনরায় নিয়োগ করাও 2010 সালের 9ই জুন তারিখের পূর্ববর্তী সরকারি আদেশ এবং 2010 সালের 9ই আগস্টের স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপির লঙ্ঘন।সুতরাং আবেদনকারীর অধিকারকে পদদলিত করে রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা সরকারি আদেশ বা স্মারকলিপি ভারতের সংবিধানের 21 এবং 21এ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।আমাদের দেশের মতো একটি কল্যাণমূলক রাজ্যে, 60 বছর বয়স পর্যন্ত সম্মানী বেতনের বর্ধিত হার সহ চাকরির নিরাপত্তা পাওয়া শিক্ষা মিত্রদের অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে বা নির্বিচারে কেড়ে নেওয়া সমীচীন হবে না।

28.উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, 30শে জুন, 2022 তারিখের বিতর্কিত আদেশ, যা 7ই ফেব্রুয়ারী, 2011 তারিখের স্বেচ্ছাচারী স্মারকলিপি এবং 30শে মার্চ, 2012 তারিখের স্মারকলিপি অনুমোদন করে, যা অবৈধতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা কলুষিত এবং তাহা বাতিলযোগ্য।

29. রিট আবেদনের বক্তব্য এবং নথি থেকে জানা যায় যে আবেদনকারী কেচুয়াডাঙ্গা বি. সি. বিদ্যানিকেতনে (এইচ. এস) একজন শিক্ষা কর্মী হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

30. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ সহ, রিট পিটিশনটি নিম্নলিখিত আদেশ পাস করে নিষ্পত্তি করা যেতে পারেঃ পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তার 30শে জুন, 2022 তারিখের বিরোধিত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

রাজ্য বিবাদীগনকে নির্দেশ দেওয়া হল এই রায় ও আদেশের পাওয়ার পর অবিলম্বে আবেদনকারীকে কেচুয়াডাঙ্গা বি. সি. বিদ্যানিকেতন (এইচ. এস) নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা মিত্র হিসাবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়ার জন্য। আবেদনকারীর নিয়োগ 60 বছর বয়স পর্যন্ত থাকবে। রাজ্য বিবাদীগনকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই রায় ও আদেশের সরবরাহের ঠিক পরেই, 9ই জুন, 2010-এর সরকারি আদেশ এবং 9ই আগস্ট, 2010-এর স্পষ্টীকরণমূলক স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মিত্রদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত পরিষেবা সুবিধা আবেদনকারীকে দেওয়ার জন্যে।

রাজ্য বিবাদীগনকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এই রায় ও আদেশ সরবরাহের তারিখ থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর নিযুক্তিকে অব্যাহত হিসাবে বিবেচনা করে তার বকেয়া সম্মানী /ভাতা প্রদান করার জন্য যা শিক্ষা মিত্রদের জন্যে প্রাপ্য।

7ই ফেব্রুয়ারি, 2011 তারিখের স্মারকলিপির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী এবং 30শে মার্চ, 2011 তারিখের স্মারকলিপির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী যা আবেদনকারীর শিক্ষা মিত্র হিসাবে নিযুক্তিকে

সীমাবদ্ধ বা প্রভাবিত করে তা এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

31. উপরোক্ত নির্দেশের সঙ্গে রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হল।

32. পক্ষগুলি এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায় এবং আদেশের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করতে পারে।

33. সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে যদি আবেদন করা হয় তবে এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট/প্রত্যয়িত অনুলিপি, পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

তদনুরুপ আদেশ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.